

# চিন্তাধারা সিরিজ আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়

১৫

শাইখ নাসর আল-আনিসি রহিমাহুয়াহ



AL HIKMAH MEDIA



Al-Malahem Media

চিত্তাধারা সিরিজ- ১৫

وَلْتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ

আর যেন অপরাধীদের পথ স্পষ্ট হয়ে যায়

[সূরা আন'আম - ৬:৫৫]

শাইখ নাসর আল-আনিসি রহিমাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা



**AL HIKMAH MEDIA**

বিপরীতমুখী দুটি পথ হচ্ছে: আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের পথ, আর অপরাধীদের পথ। যারা আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা তারা মুমিনদের পথের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু অপরাধীদের পথের ব্যাপারে গাফেল থেকেছে। তারা কিভাবে মুমিনদের পথের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে আর অপরাধীদের পথের ব্যাপারে গাফেল থেকেছে? কিভাবে এটা হলো?

তারা ইবাদত, আনুগত্য ও তাওবার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। অর্থাৎ নামায, রোযা, যাকাত - এ ধরণের ইবাদতগুলোতে গুরুত্ব দিয়েছে। হৃদয় বিগলিতকারী বিষয়সমূহ এবং আল্লাহর ভালোবাসা ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। কিন্তু অপরাধীদের পথের বিষয়টি থেকে মুক্ত ছিল। সেটাকে অবহেলা করেছে, তা থেকে গাফেল থেকেছে। ফলে তার মাঝে কুফর ও তাগুতের ব্যাপারে যথেষ্ট বুঝ নেই। কাফেরদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়ার অর্থ কী? শরীক করার অর্থ কী? শিরকের অর্থ কী? তাগুত কী? - তারা এ বিষয়গুলো বুঝে নি। প্রাচীন জাহিলি যুগের মানুষগণ যে শিরকের মধ্যে পতিত হয়েছিল, তার চিত্রগুলো কেমন ছিল?, কুরাইশের কাফেরদের শিরকটা কেমন ছিল?, তারা কেন কাফের ছিল? - ইত্যাদি বিষয়গুলোর বুঝ তাঁদের স্পষ্ট না। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা কি কুরআনের মধ্যে উল্লেখ করেননি-

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

“তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে: আল্লাহ?” [সূরা লুকমান - ৩১:২৫]

তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হত - কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন?, তবে তারা উত্তর দিত, ‘আল্লাহ’। তারা বলত যে, ‘আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা এবং আল্লাহই রিযিকদাতা’। তাহলে তাদের কুফরটা কী? তারা কিভাবে কাফের ছিল? অবশ্যই বুঝতে হবে যে, কেন কুরাইশের কাফেররা কাফের ছিল? কুফরের কারণটা কোথায় ছিল?

ইবলিস কিভাবে কাফের হল? ইবলিস আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিল, ফেরেশতাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু কাফের হয়ে গেল। কিভাবে কাফের হল?

কুফরের কারণগুলো কী? দীন ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কী? ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়গুলো কী? - তারা এসকল বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, কখনো দেখবেন, কিছু দায়ী, কিছু ওয়ায়েজ আল্লাহর ভালোবাসার ব্যাপারে আলোচনা করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার ব্যাপারে কথা বলে, নবীজির ইস্তিকালের বিষয়ে আলোচনা করে। আর বলতে বলতে তাদের ভিতরটা দুঃখ ও ভয়ে ভরে যায়। কিন্তু হতবাক হয়ে দেখবেন, সে একটি কবর প্রদক্ষিণ করছে অথবা কোন কবরে সিজদাহ করছে বা কোন ওলীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছে!!

সুবহানাল্লাহ! কোথায় সেই ঈমান, যেটার ব্যাপারে আপনি কথা বলছিলেন? কোথায় আল্লাহর ভালোবাসা, কোথায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা?

তাই দেখবেন, তিনি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন, কিন্তু কুফর ও তাগুতের মাসআলার প্রতি খেয়াল রাখা ব্যতীত। তারা শিরকী বিষয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। এমন বিষয়সমূহে জড়াচ্ছে, যেগুলোর কারণেই কুরাইশের কাফেররা কাফের হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ, যদি তাকে জিজ্ঞেস করেন, কেন এই কবরবাসীর নিকট সাহায্য চাচ্ছেন বা সেখানে তওয়াফ করছেন? তখন সে কী বলবে? বলবে, আমরা তার ইবাদত করি না, আমরা এগুলো করি, যেহেতু তারা পুণ্যবান। আর আমরা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারবো।

ঠিক আছে তাহলে কুরাইশের কাফেরদের কুফরটা কেমন ছিল? তারা মূর্তি সম্পর্কে কী বলত? তারা বলত, “আমরা তো এগুলোর ইবাদত করি শুধু এজন্য যে, এগুলো আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে”। কিন্তু আপনি এখন দাবি করছেন, আপনি মুমিন, মুসলিম, কিন্তু আপনিও এই কবরের অধিবাসীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ! তাহলে সমস্যাটা কোথায়? সমস্যাটা হল, তারা মুমিনদের পথের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু অপরাধীদের পথের ব্যাপারে গাফেল থেকেছেন।